Sangbad Online
প্রকাশনার ৬০ বছর
সংবাদ

তারিখঃ ৩০/০৪/২০২১ (পৃঃ ১৫)

বদরগঞ্জ (রংপুর) : *জিংক সমৃদ্ধ বীজ ধানের ক্ষেত পরিচর্যায় ব্যস্ত কৃষক* —সংবাদ

জিঙ্ক ব্রি ধানের উৎপাদন বাড়াতে নানামুখী উদ্যোগ

রুহুল আমিন সরকার, বদরগঞ্জ (রংপুর)

বদরগঞ্জ

চিকিৎসকের মতে জিংক মানব শরীরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর ঘাটতি হলে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়, শিশু ও বয়স্কদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং রুচি কমে যায়। জিংক এর অভাবে এসব সমস্যার বাইরেও বেশকিছু সমস্যা হতে পারে। যা মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনে প্রভাব ফেলে থাকে। একথা চিন্তা করে কৃষি বিজ্ঞানীরা জিংক সমৃদ্ধ ধানের বেশ কয়েকটি জাত আবিষ্কার করেন। যার মধ্যে ব্রিধান-৭৪ রয়েছে। চাষি পর্যায়ে জিংক সমৃদ্ধ এ ধানের বীজ সরবরাহের লক্ষ্যে রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে বিষ্ণুপুর উপজেলার ওসমানপুরে পাঁচ একরে জমিতে জিংক সমৃদ্ধ ধানের চাষ করা হয়েছে। আর এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে 'সারাবাংলা কৃষক সোসাইটি' নামে চাষিদের একটি সংগঠণ।

সরেজমিন এলাকা পরিদর্শনকালে কথা হয় সারাবাংলা কৃষক সোসাইটির হিসাবরক্ষক অহেদুল হকের সাথে। তিনি বলেন, জিংক সমৃদ্ধ ধানের বেশ কয়েকটি জাত থাকলেও সবই আমন মৌসুমের জন্য। কিন্তু বোরো মৌসুমে ব্রিধান-৭৪ ছাড়া আর তেমন কোন জাত নেই। এ কারণে চাষি পর্যায়ে এ ধান বীজের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। আর এ ঘাটতি মোকাবেলায় সারাবাংলা কৃষক সোসাইটি বীজ উৎপাদন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তিনি বলেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেয়ার পাশাপাশি সার-বীজ বিনামূল্যে সরবরাহ করেছে। এরইমধ্যে ধান পাকতে শুরু করেছে। অহেদুল বলেন, বীজ বপণের দিন থেকে শুরু করে মোট ১৪৭ দিনে এ ধান ঘরে ওঠে। তিনি বলেন, হেক্টর প্রতি সাত মেট্রিক টনের বেশি ফলনের লক্ষ্যমাত্রা হয়তো পূরণ হবে না তবে লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি ফলন হবে।

এদিকে জিংক সম্পর্কে জানতে চাইলে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ডা. আরশাদ হোসেন বলেন, জিংক মানবদেহের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর ঘাটতি হলে শিশুর স্বভাবিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়, ক্ষুধা মন্দা বৃদ্ধি পায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। তবে জিংক সমৃদ্ধ চালের ভাত এ ঘাটতি পূরণ করতে পুরোপুরি সক্ষম।

অপরদিকে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা গোলাম মোস্তফা জোবাইদুর রহমান বলেন, উচ্চ ফলনশীল ধানের চেয়ে জিংক সমৃদ্ধ ধানের ফলন কিছুটা কম হলেও দেহের চাহিদার কথা চিন্তা করে চাষিকে এ ধান চাষ করা উচিত। তিনি বলেন, বোরো মৌসুমে চাষি পর্যায়ে জিংক সমৃদ্ধ ধানের বীজ সরবরাহের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে-যা বাস্তবায়ন করছে সারাবাংলা কৃসক সোসাইটি।